ইত্তেফাক

তারিখ 11 DEC 1985
পৃষ্ঠা 2 কলাম 1

সার্কের শুভ সূচনা

সার্কের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হইয়াছে। গত রবিবারে ঢাকার বুকে সার্ক সনদপত্রে দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশের শীর্ষ নেতাদের স্বাক্ষরদানের মাধ্যমে সার্ক আনুষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ধারায় এই প্রথম বারের মত নূতন অস্তিত্ব লইয়া দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। আন্তর্জাতিক পরিভাষায় সংযোজিত হইয়াছে একটি নূতন শব্দ ঃ সার্ক—অর্থাৎ দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সমিতি। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে অভিন্ন চেতনার অংশীদার হইলেও এবং বিদেশী আধিপত্যের মোটামুটি অভিন্ন অভিজ্ঞতা থাকিলেও পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস, সংশয় ও সংঘর্ষের টানাপেড়েনে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি ছিল সঙ্কিগ্ধ ও বিভ্রান্ত। আঞ্চলিক সহযোগিতার লক্ষ্যে অভিন্ন প্ল্যাটফরম গঠনের মাধ্যমে পারস্পরিক সন্দেহ ও সংশয় ক্রমান্বয়ে দূর হইবে বলিয়াই সকলের আশা ও বিশ্বাস। ইহা আঞ্চলিক ভিত্তিতে সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের প্রয়াস। উল্লেখ্য যে, সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এক বাণী প্রেরণ করিয়াছেন এবং তিনি এই সম্ভাবনাময় সংস্থা সার্কের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তারও আশ্বাস দিয়াছেন।

বলা অনাবশ্যক যে, সার্ক ইতিমধ্যেই এই অঞ্চলের শত কোটি মানুষের উচ্চাশার প্রতীক হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমানের সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত হইবে—সম্মিলিত নেতৃবর্গের বক্তব্যে, বিশেষতঃ ঢাকা ঘোষণায় এই আশাবাদই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। অন্যদিকে শ্রীলংকার বর্ষীয়ান নেতা জয়বর্ধন সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে যে বক্তব্য রাখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্যও ঘাটো করিয়া দেখার উপায় নাই। ইতিহাসের বিভিন্ন নজির টানিয়া তিনি সার্কের ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য সংকট ও সমস্যা সম্পর্কে ইঙ্গিতও করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, নেপোলিয়নের দাপটে সারা ইউরোপ ছিল প্রকম্পিত। কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য দেশের ঐক্যজোটের মোকাবিলায় নেপোলিয়নকে শেষ পর্যন্ত নির্বাসনে যাইতে হয়। ইহা ছাড়াও সার্কের সদস্যভুক্ত অপরাপর দেশের নেতৃবর্গের বক্তব্যে ইহাই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, অগ্রযাত্রার প্রতিটি ধাপেই সার্ক দেশসমূহকে আশাবাদের পাশাপাশি অবশ্যই বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। নেতৃত্ব আসিবে নেতৃত্ব যাইবে। কিন্তু দেশসমূহ থাকিবেই। সুতরাং ব্যক্তির নয়, দেশের প্রতিনিধিত্বই হইবে সার্কের নেতৃত্বের চাবিকাঠি। সার্কের প্রতিটি কর্মসূচীতে সদস্য সাতটি রাষ্ট্রের জনগণের আশা-আকাংক্ষার প্রতিফলনের বিষয়টাকে আমরা সম্মিলিত নেতৃবর্গের এই বাস্তব উপলব্ধির নিরিখেই গ্রহণ করিতে চাই।

বস্তুতঃ স্ব স্ব দেশের বাস্তবতার পটভূমিতে সংশ্লিষ্ট সকলের পরিস্থিতির অনুধাবন, সমস্যার উপলব্ধি এবং সফলতার অভিজ্ঞতাই সম্মিলিতভাবে সার্কের ভবিষ্যৎ অগ্রযাত্রার পথে আলোকসম্পাতের দাবীদার হইয়া থাকিবে। দেশ-বিদেশের অসুবিধা কিংবা সংকট দ্বিপাক্ষিকতার উদাসীনতায় এড়াইয়া যাওয়া হয়ত সম্ভব হইবে, কিন্তু উহাতে সম্মিলিত সহযোগিতাও যে পদে পদে ব্যাহত হইবেই, সেই সত্যের স্বীকৃতি সার্কের অলিখিত বিধানে লিপিবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। এক কথায় সার্কের সদস্য রাষ্ট্রবর্গকে আবশ্যিক ভাবেই অতীত এবং সমকালীন বিশ্বের ভাঙ্গা-গড়ার ইতিহাস যেমন মনে রাখিতে হইবে, তেমনি এই ধরনের অপরাপর সংস্থার সাফল্য ও ব্যর্থতার ইতিহাস হইতেও শিক্ষা গ্রহণের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ভুলিলে চলিবে না যে, এই অঞ্চলের শত কোটি মানুষের আশাও আকাংক্ষা শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নেরই নয়; সে আশা ও আকাংক্ষা তাহাদের স্ব স্ব দেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় সার্বভৌমত্বকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিতও। ঢাকা ঘোষণার সার কথা ইহাই। আমরা এই ঘোষণা তথা সার্কের এই মহতী সূচনাকে স্বাগত জানাই এবং উপরোল্লেখিত পটভূমিতে ইহার ভবিষ্যৎ সাফল্য কামনা করি।